মসজিদে ইফতার ও সেহরির আয়োজনে নিষেধাজ্ঞা

করোনা মহারির কারণে পবিত্র রমজানে দেশের মসজিদগুলোতে ইফতার ও সেহরির আয়োজন করায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয়। পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাসহ ১০টি নির্দেশনা মেনে মসজিদে জামাত আদায়ের আহ্বান জানানো হয়েছে।

সোমবার (৫ এপ্রিল) এক জরুরি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।নির্দেশনা না মানলে স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনী সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানানো হয়েছে।

নির্দেশনায় বলা হয়, সর্বসাধারণের সুরক্ষা নিশ্চিত কল্পে, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্থানীয় প্রশাসন এবং আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনীর নির্দেশনা অবশ্যই পালন করতে হবে। মসজিদে ইফতার ও সেহরির আয়োজন করা যাবে না। করোনাভাইরাস মহামারি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নামাজ শেষে মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে খতিব ও ইমামরা দোয়া করবেন।

প্রসঙ্গত, করোনার সংক্রমণ প্রতিরোধে আজ সোমবার থেকে সারাদেশে এক সপ্তাহের লকডাউন ঘোষণা করেছে সরকার। রোববার (৪ এপ্রিল) এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

বিচারক-কর্মচারীদের কর্মস্থল ত্যাগ না করার নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

সরকার ঘোষিত লকডাউনের কারণে সারা দেশে আদালতে বিচারিক কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হলেও বিচারক এবং আদালত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের

স্ব স্ব কর্মস্থল ত্যাগ না করতে নির্দেশ দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্ট।

সোমবার হাইকোর্ট বিভাগের রেজিস্ট্রার মো. গোলাম রব্বানীর স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা গেছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) এর প্রাদুর্ভাবজনিত উদ্ভুত পরিস্থিতিতে ৫ এপ্রিল থেকে আগামী ১১ এপ্রিল পর্যন্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের কার্যক্রম সীমিত করা হয়েছে। একইসঙ্গে অন্যান্য সব অধস্তন আদালত/ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম পরিচালনা না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তবে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা থাকায় প্রত্যেক চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একজন করে ম্যাজিস্ট্রেট যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে শারীরিক উপস্থিতিতে দায়িত্ব পালন করবেন। ওই সময়ে (লকডাউন) অধস্তন আদালতে কর্মরত সব বিচারক এবং আদালতের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কর্মস্থল ত্যাগ না করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

প্রসঙ্গত, করোনার সংক্রমণ প্রতিরোধে আজ সোমবার থেকে সারাদেশে এক সপ্তাহের লকডাউন ঘোষণা করেছে সরকার। রোববার (৪ এপ্রিল) এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

ওই প্রজ্ঞাপনের ধারাবাহিকতায় লকডাউন চলাকালে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ভার্চুয়ালি চারটি বেঞ্চ (তিনটি দ্বৈত ও একটি একক) এবং সপ্তাহে দু’দিন আপিল বিভাগের চেম্বার আদালতের বিচারিক কার্যক্রম চলবে। পাশাপাশি দেশের অধস্তন আদালতসমূহের মধ্যে জেলা ও মহানগর প্রতি একজন চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে জরুরি বিষয়ে বিচারকার্য পরিচালিত হবে।

২১ লাখ টাকা নিয়ে উধাও বিজিবি

সদস্য

হবিগঞ্জ থেকে ২১ লাখ টাকা নিয়ে উধাও হয়ে গেছেন এক বিজিবি সদস্য। উধাও বিজিবি সদস্য বরুণ বিকাশ চাকমা খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ির দুরপর্য্যানাল এলাকার বাসিন্দা অনাদি রঞ্জন চাকমার ছেলে। পালানোর আগে মোবাইল ব্যাংকিং বিকাশ এর মাধ্যমে এসব টাকা নিজের বাবা, ভাই, বোন, স্ত্রীসহ স্বজনদের কাছে পাঠিয়ে দেন তিনি। এ ঘটনায় বিজিবি সদর থানায় ২টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ৫৫ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সামিউন্নবী চৌধুরী জানান, বিজিবি সদস্য বরুণ ক্যান্টিনের বিকাশ মোবাইল ব্যাংকিংয়ের দায়িত্বে ছিলেন। সাধারণত প্রতিদিন ২-৩ লাখের বেশি লেনদেন হয় না। যখন বেতন হয় তখন লেনদেন একটু বেশি হয়। কারণ তখন অনেকেই বাড়িতে টাকা পাঠান। বিকাশ এজেন্টকে বলা ছিল তারা যেন ৩ লাখের বেশি প্রতিদিন লেনদেন না করেন। কিন্তু এরপরও একদিনে ১৫ লাখ টাকা লেনদেন করেছেন।

তিনি বলেন, সব টাকা নগদ নেয়নি। ১৫ লাখ টাকা তার বাবা, ভাই, বোন, স্ত্রীসহ স্বজনদের বিকাশ একাউন্টে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এরপরই পালিয়ে গেছে। তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করার পর তারাও মোবাইল বন্ধ করে দিয়েছে। তবে খাগড়াছড়ির মহালছড়িতে দায়িত্বরত বিজিবির সঙ্গে সহযোগিতা চেয়ে যোগাযোগ করা হয়েছে। তারা খুঁজছেন। আশা করছি সে অবশ্যই ধরা পড়বে।

তিনি বলেন, এ ঘটনায় বিজিবি সদস্য মোমিনুল বাদী হয়ে পৃথক দুইটি মামলা দায়ের করেছেন। বিকাশ এজেন্টকেও বলা হয়েছে তারা যেন মামলা দায়ের করেন।

বিকাশ এজেন্ট স্কাইডেস্ক কমিউনিকেশনের সত্ত্বাধিকারী সৈয়দ ইশতিয়াক হাসান বলেন, বরুণ বিকাশ চাকমা নামে বিজিবির ওই সৈনিক তাদের সঙ্গে প্রায় ৬-৭ মাস যাবত ব্যবসায়িক লেনদেন করে আসছিলেন। তিনি বিকাশের মাধ্যমে তাদের কাছে লাখ লাখ টাকা নিয়ে বিজিবির বিভিন্ন কাজকর্ম করে আসছিলেন। সর্বশেষ এপ্রিলের শুরুতে তিনি তাদের কাছ থেকে ১৮ লাখ টাকা নেন। এরপর থেকেই তার মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। পরে বিজিবির ক্যাম্পে গিয়েও তার কোনো সন্ধান পাননি তারা।

জানা গেছে, বরুণ বিকাশ চাকমা নামে বিজিবির ওই সৈনিক সদর উপজেলার

ধুলিয়াখালে ৫৫ বিজিবি ক্যাম্পের ক্যান্টিনে কর্মরত ছিলেন। ফলে তার হাতে বিজিবির নগদ ৩ লাখ টাকা ছিল। এছাড়াও তিনি প্রতিমাসের প্রথম দিকে শহরের রাজনগরস্থ অনামিকা কমিউনিটি সেন্টারের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত স্কাইডেস্ক কমিউনিকেশন থেকে বিকাশের মাধ্যমে লাখ লাখ টাকা লেনদেন করে আসছিলেন।

এর প্রেক্ষিতে মাসের শুরুর দিকেই তিনি ওই বিকাশ এজেন্ট থেকে প্রায় ১৮ লাখ টাকা নেন। টাকা নেয়ার পর থেকেই ফোন বন্ধ রেখে উধাও হয়ে যান বিজিবির ওই সৈনিক। এরপর থেকে তার খোঁজ পেতে বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগ করা হলেও তার কোনো পাত্তাই পাওয়া যাচ্ছে না।

সদর মডেল থানার ওসি মো. মাসুক আলী জানান, বিজিবির পক্ষ থেকে এ বিষয়ে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। বিষয়টি পুলিশ তদন্ত করছে।

লকডাউনের প্রথম দিনে ৫২ মৃত্যুর সংবাদ

লকডাউনের প্রথম দিনে দেশে করোনাভাইরাসে ৫২ জনের মৃত্যুর খবর দিল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

সোমবার অধিদপ্তরের নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে ৫২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে শনাক্ত হয়েছেন ৭ হাজার ৭৫ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ৯৩২ জন।

দেশে মোট শনাক্তের সংখ্যা ৬ লাখ ৪৪ হাজার ৪৩৯ জন এবং মৃতের সংখ্যা ৯ হাজার ৩১৮ জন। আর সুস্থ হওয়ার রোগীর সংখ্যা ৫ লাখ ৫৫ হাজার ৪১৪ জন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এ সময়ে ৩১ হাজার ৯৭৯ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। পরীক্ষা করা হয়েছে ৩০ হাজার ২৩৯টি নমুনা। মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৪৮ লাখ ১৩ হাজার ৬২৪টি।

গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা পরীক্ষার তুলনায় শনাক্তের হার ২৩ দশমিক ৪০

শতাংশ। মোট পরীক্ষার তুলনায় শনাক্তের হার ১৩ দশমিক ৩৯ শতাংশ।

গত ২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া ৫২ জনের মধ্যে ৩৪ জন পুরুষ, বাকি ১৮ জন নারী। ৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে হাসপাতালে, ২ জন মারা গেছেন বাড়িতে। মোট মারা যাওয়া ৯ হাজার ৩১৮ জনের মধ্যে পুরুষ ৭ হাজার ৪ জন, নারী ২ হাজার ৩১৪ জন।

কবে টিকার দ্বিতীয় ডোজ, জানালেন প্রধানমন্ত্রী

আগামীকাল মঙ্গলবার শেষ হচ্ছে করোনার প্রথম ডোজের টিকা দেওয়া। শিগগিরিই আরও টিকা দেশে আসবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আমাগী ৮ এপ্রিল থেকে করোনা ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া শুরু হবে বলেও জানান তিনি।
সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে তিনি এসব তথ্য জানান।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানিয়েছেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যোগ দেন।

বৈঠক শেষে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, ‘লকডাউনের নির্দেশনা সবাইকে কঠোরভাবে মানতে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন। করোনার সংক্রমণ রোধে মানুষের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে চাই। লকডাউন দেওয়ায় আগের চেয়ে মানুষের আনাগোনা কমেছে।’

বইমেলায় নিয়ম কড়াকড়িভাবে মেনে চলার আহ্বান জানিয়ে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, বইমেলায় কঠোরভাবে নিয়ম মানা হচ্ছে। যদি এর ব্যতয় হয় তাহলে সরকার নতুনভাবে চিন্তু করবে। গণপরিবহনসহ অন্য কোথাও যদি সরকারের নির্দেশনা অমান্য করে তাহলে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

প্রসঙ্গত, করোনা সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় আজ থেকে শুরু হয়েছে

লকডাউন। চলছে আগামী ৭ দিন।

মামুনুল হক ইস্যুতে ফেসবুক লাইভে আসা সেই এএসআই সাসপেন্ড

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও এলাকার একটি রিসোর্টে হেফাজত ইসলামের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা মামুনুল হক নারীসহ অবরুদ্ধ করে রাখার ঘটনায় ফেসবুক লাইভে এসে মামুনুলের পক্ষ নিয়ে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করা সেই পুলিশ সদস্য গোলাম রাব্বানীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

এএসআই পদবির এই পুলিশ সদস্য কুষ্টিয়ার ইন সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারে কর্মরত ছিলেন। সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে এমন অপেশাদার বক্তব্য ভাইরাল হওয়ার পর রোববারই তাকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন।

সোমবার সকালে কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার খাইরুল আলম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গোলাম রাব্বানীর বিরুদ্ধে এরই মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রত্যাহার করে তাকে পুলিশ লাইন্সে সংযুক্ত করা হয়েছে। পেশার বাইরে গিয়ে কেন অপেশাদার আচরণ করেছে-এটা জানতে কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার ও ইন সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারের কমান্ড্যান্ট তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন।
এএসআই গোলাম রাব্বানীর গ্রামের বাড়ি দিনাজপুর জেলায়।

প্রত্যাহারের আগের দিন শনিবার ওই কর্মকর্তা পুলিশের পোশাক পরে ফেসবুক লাইভে আসেন। পরে তার লাইভটি ভাইরাল হয়ে যায়।

ফেসবুক লাইভে এসে হেফাজত নেতা মামুনুল হকের গুণকীর্তন করে গোলাম রাব্বানী বলেন, ‘কাল মামুনুল হক হুজুরের একটি ভিডিও দেখলাম। যে ভিডিওতে দেখা যায়, স্ত্রীকে নিয়ে একটা রিসোর্টে গেছেন তিনি। অধিকাংশ সাংবাদিক সেখানে চিল্লাপাল্লা করে তার কাবিননামা দেখতে চাচ্ছে। আমার প্রশ্ন- সাংবাদিককে এই অধিকার কে দিয়েছে। আপনি যে কাবিননামা দেখবেন, আপনাকে এই অধিকার কি রাষ্ট্র দিয়েছে? আমি তো

পুলিশের চাকরি করি, আমার জানা নাই। ভণ্ডামির একটা সীমা আছে। যদি স্ত্রী ব্যতীত অন্য কাউকে নিয়ে যেত, তাহলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হতো। মিডিয়ার মাধ্যমে এমন একটা আলেম মানুষকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে এ ধরনের হেনস্তা করার চেষ্টা করা হচ্ছে।”

উল্লেখ্য, শনিবার বিকেলে রাজধানীর অদূরে সোনারগাঁয়ের রয়্যাল রিসোর্টে হেফাজত নেতা মামুনুল হক একজন নারীসহ অবস্থান করছেন এমন খবর পেয়ে স্থানীয় কিছু লোকজন, ছাত্রলীগ-যুবলীগের নেতা-কর্মীরা রিসোর্ট কক্ষটি ঘেরাও করেন। যদিও মামুনুল হক সঙ্গে থাকা নারীকে তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী বলে দাবি করেন। পরে সন্ধ্যা সোয়া সাতটার দিকে হেফাজতের একদল নেতা–কর্মী, মাদ্রাসাছাত্র মিছিল নিয়ে এসে রয়েল রিসোর্ট নামের ওই অবকাশযাপন কেন্দ্রটিতে ভাঙচুর চালিয়ে মামুনুলকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

স্ত্রীর পর এবার করোনায় আক্রান্ত গোবিন্দ

স্ত্রীর পর এবার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন বলিউড অভিনেতা গোবিন্দ।

করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর অভিনেতার স্ত্রী সুনীতা আহুজা দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে নিশ্চিত করেছেন।

সুনীতাও করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। সম্প্রতি সংক্রমণ মুক্ত হয়েছেন তিনি।

সুনীতা জানান, রোববারই করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পান তারা এবং গোবিন্দর ফল পজিটিভ আসে। গোবিন্দ বাড়িতে থাকলেও নিয়মিত চিকিৎসকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন।

তিনি আরও জানান, গোবিন্দর কোভিড পজিটিভ আসলেও তার শরীর ঠিক আছে। সামান্য উপসর্গ রয়েছে। বাড়িতেই কোয়ারেন্টিনে রয়েছে। সবাই তার পাশে আছি, চিকিৎসকরাও সব সময় নজরে রাখছেন তাকে। আশা করছি, সে

দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে।

পুলিশের ২ পিকআপের সঙ্গে বাসের সংঘর্ষ, আহত ২০

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে পুলিশ বহনকারী দুটি পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ২০ জন পুলিশ সদস্য। আহতদের মধ্যে ১০ জন জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

সোমবার সকাল ৮টায় কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়কের ব্রাহ্মণবাড়িয়া পীরবাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা পুলিশ জানা যায়, সকালে জেলা পুলিশ লাইন থেকে পুলিশ সদস্যদের নিয়ে তিনটি পিকআপ ডিউটিতে বের হয়। কিছুটা সামনে যাওয়ার পরই বিপরীত দিক থেকে আসা ঢাকার মহাখালীগামী ইকোনা পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে দুটি পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ২০ জন আহত হন।

আহতদের স্থানীয়দের সহযোগিতায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এরমধ্যে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ১০ জনকে।

আহত পুলিশ সদস্যরা হলেন- শওকত (২৫), আল আমিন (২২), সাকিল আহমেদ (২১), নাসিম (২১), রানা (২২), বিল্লাল (২৬), সুমন (২৩), সুজন (২৩), বেলায়েত হোসেন (৫৬), জহিরুল (২০), বুলবুল (২২), রাব্বি (২২), হৃদয় (২৩) এবং শরিফুল (২৫)।

এ বিষয়ে সদর মডেল থানার ওসি আব্দুর রহিম বলেন, পুলিশ বহনকারী দুটি পিকআপের সঙ্গে বাসের সংঘর্ষ হয়েছে। এতে আহত পুলিশ সদস্যদের জেলা সদর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আনা হয়েছে।

৭ দিনের লকডাউন শুরু আজ

কোভিড-১৯ সংক্রমণ উদ্বেগজনক হারে বাড়তে থাকায় লকডাউন ঘোষণা করেছে সরকার। সোমবার সকাল ৬টা থেকে শুরু হয়েছে লকডাউন, যা থাকবে আগামী সাত দিন।

এ দফায় আগামী ১১ এপ্রিল রাত ১২টা পর্যন্ত থাকবে এই লকডাউন। বাড়ানো হবে কিনা সে বিষয়ে পরে সিদ্ধান্ত নেবে সরকার।

লকডাউন ঘোষণা ও এই সময়ে পালনের জন্য ১১টি বিধি-নিষেধের কথা জানিয়ে রোববার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধে শর্ত সাপেক্ষে সার্বিক কার্যানবলি/চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ’ শিরোনামের জারি করা আদেশে বলা হয়- করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণের বিদ্যমান পরিস্থিতি পর্যালোচনায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক ২৯ মার্চ তারিখের ১৮ দফা নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ওই স্মারকের ধারাবাহিকতায় ৫ এপ্রিল ভোর ৬টা থেকে ১১ এপ্রিল রাত ১২টা পর্যন্ত প্রতিপালনের জন্য নিুলিখিত ১১টি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

এগুলো হচ্ছে- ১. সব প্রকার গণপরিবহণ (সড়ক, নৌ, রেল ও অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট) বন্ধ থাকবে। তবে পণ্য পরিবহণ, উৎপাদন ব্যবস্থা, জরুরি সেবাদানের ক্ষেত্রে এ আদেশ প্রযোজ্য হবে না। এছাড়া, বিদেশগামী/বিদেশ ফেরত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে না।
২. আইনশৃঙ্খলা এবং জরুরি পরিষেবা, যেমন- ত্রাণ বিতরণ, স্বাস্থ্য সেবা, বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস/জ্বালানি, ফায়ার সার্ভিস, বিভিন্ন বন্দরের (স্থলবন্দর, নদীবন্দর ও সমুদ্রবন্দর) কার্যক্রম, টেলিফোন ও ইন্টারনেট, ডাক সেবাসহ অন্যান্য জরুরি ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ও সেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহ, তাদের কর্মচারী ও যানবাহন এ নিষেধাজ্ঞার আওতাবহির্ভূত থাকবে।
৩. সব সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত অফিস ও আদালত এবং বেসরকারি অফিস কেবল জরুরি কাজ সম্পাদনের জন্য সীমিত পরিসরে প্রয়োজনীয় জনবলকে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পরিবহণ ব্যবস্থাপনায় অফিসে

আনা-নেওয়া করতে পারবে। শিল্প-কারখানা ও নির্মাণ কার্যাদি চালু থাকবে। শিল্প-কারখানার শ্রমিকদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পরিবহণ ব্যবস্থাপনায় আনা-নেওয়া করতে হবে। বিজিএমইএ ও বিকেএমইএকে শিল্প-কারখানা এলাকায় কাছাকাছি সুবিধাজনক স্থানে তাদের শ্রমিকদের জন্য ফিল্ড হাসপাতাল/চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।
৪. সন্ধ্যা ৬টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত অতি জরুরি প্রয়োজন ছাড়া (ঔষধ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়, চিকিৎসা সেবা, মৃতদেহ দাফন/সৎকার ইত্যাদি) কোনোভাবেই বাড়ির বাইরে বের হওয়া যাবে না।
৫. খাবারের দোকান ও হোটেল-রেস্তোরাঁয় কেবল খাদ্য বিক্রয়/সরবরাহ করা যাবে। কোনো অবস্থাতেই হোটেল-রেস্তোরাঁয় বসে খাবার গ্রহণ করা যাবে না।
৬. শপিং মলসহ অন্যান্য সব দোকান বন্ধ থাকবে। তবে দোকানগুলো পাইকারি ও খুচরা পণ্য অনলাইনের মাধ্যমে কেনাবেচা করতে পারবে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই সর্বাবস্থায় কর্মচারীদের মধ্যে আবশ্যিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে এবং কোনো ক্রেতা সশরীরে যেতে পারবে না।
৭. কাঁচাবাজার এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত উন্মুক্ত স্থানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কেনাবেচা করা যাবে। বাজার কর্তৃপক্ষ/স্থানীয় প্রশাসন বিষয়টি নিশ্চিত করবে।
৮. ব্যাংকিং ব্যবস্থা সীমিত পরিসরে চালু রাখার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেবে।
৯. সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ ঢাকায় সুবিধাজনক স্থানে ফিল্ড হাসপাতাল স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।
১০. সারা দেশে জেলা ও মাঠপ্রশাসন এসব নির্দেশনা বাস্তবায়নের কার্যকর পদক্ষেপ নেবে এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নিয়মিত টহল জোরদার করবে।
১১. এ আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ নির্দেশনার কপি সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিবকে এ নির্দেশনা পাঠিয়ে তা অধীন দপ্তর/সংস্থাগুলোকে বাস্তবায়ন করতে নির্দেশ দিয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

সর্বশেষ রোববার বিকেলের স্বাস্থ্য অধিদফতরের তথ্য অনুযায়ী, দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ২৪ ঘণ্টায় ৫৩ জনের মৃত্যু হয়। এ নিয়ে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াল ৯ হাজার ২৬৬ জনে। এছাড়া করোনা আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন আরও ৭ হাজার ৮৭ জন। এ নিয়ে মোট শনাক্তের সংখ্যা ৬ লাখ ৩৭ হাজার ৩৬৪ জনে দাঁড়াল।
এই পরিস্থিতিতে সংক্রমণ প্রতিরোধে লকডাউন দেয়া হল।

গত বছরের ২৬ মার্চ থেকে শুরু করে ৬৬ দিনের ‘সাধারণ ছুটি’ ছিল সারা দেশে। এ সময়ে জরুরি ছাড়া সব যানবাহন বন্ধ ছিল। আর ১৮ মার্চ থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। সংক্রমণ কমে গেলে ৩০ মার্চ স্কুল-কলেজ খোলার কথা থাকলেও তা পিছিয়ে ২৩ মে করা হয়। আর পরিস্থিতি অনুকূলে থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খুলবে ২৪ মে।

লকডাউনে যা বন্ধ, যা খোলা

করোনা সংক্রমণ আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে যাওয়ায় নিয়ন্ত্রণে চূড়ান্ত পদক্ষেপ হিসেবে তা নিয়ন্ত্রণে সোমবার সকাল ছয়টা থেকে এক সপ্তাহের জন্য শুরু হচ্ছে লকডাউন। আগামী ৭ দিন এটি কার্যকর থাকবে।
এ সময় মানুষের কাজ ও চলাচল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণে থাকবে। জরুরি সেবা ছাড়া প্রায় সবকিছুই বন্ধ থাকবে। চলবে না কোনো গণপরিবহন। অভ্যন্তরীণ পথে উড়বে না উড়োজাহাজও।

তবে লকডাউনের মধ্যেও জরুরি কাজের জন্য সীমিত পরিসরে অফিস খোলা থাকছে। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব ব্যবস্থায় কর্মীদের অফিসে আনা-নেওয়ার ব্যবস্থা করতে বলেছে সরকার। একইভাবে শ্রমিকদের আনা-নেওয়ার শর্তে শিল্পকারখানা ও নির্মাণকাজ চালু রাখা যাবে।
এ রকম নানা বিধিনিষেধ আরোপ করে গতকাল রোববার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। অবশ্য প্রজ্ঞাপনে লকডাউন শব্দ ব্যবহার করা হয়নি।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপনে মোট ১১টি নির্দেশনার কথা বলা হয়েছে। সারা দেশে জেলা ও মাঠ প্রশাসন এসব নির্দেশনা বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ নেবে। এ জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিয়মিত টহল জোরদার করবে। নির্দেশনা অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে প্রজ্ঞাপনে।

মানতে হবে যেসব বিধি নিষেধ

১. সব প্রকার গণপরিবহণ (সড়ক, নৌ, রেল ও অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট) বন্ধ

থাকবে। তবে পণ্য পরিবহণ, উৎপাদন ব্যবস্থা, জরুরি সেবাদানের ক্ষেত্রে এ আদেশ প্রযোজ্য হবে না। এছাড়া, বিদেশগামী/বিদেশ ফেরত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে না।
২. আইনশৃঙ্খলা এবং জরুরি পরিষেবা, যেমন- ত্রাণ বিতরণ, স্বাস্থ্য সেবা, বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস/জ্বালানি, ফায়ার সার্ভিস, বিভিন্ন বন্দরের (স্থলবন্দর, নদীবন্দর ও সমুদ্রবন্দর) কার্যক্রম, টেলিফোন ও ইন্টারনেট, ডাক সেবাসহ অন্যান্য জরুরি ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ও সেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহ, তাদের কর্মচারী ও যানবাহন এ নিষেধাজ্ঞার আওতাবহির্ভূত থাকবে।
৩. সব সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত অফিস ও আদালত এবং বেসরকারি অফিস কেবল জরুরি কাজ সম্পাদনের জন্য সীমিত পরিসরে প্রয়োজনীয় জনবলকে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পরিবহণ ব্যবস্থাপনায় অফিসে আনা-নেওয়া করতে পারবে। শিল্প-কারখানা ও নির্মাণ কার্যাদি চালু থাকবে। শিল্প-কারখানার শ্রমিকদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পরিবহণ ব্যবস্থাপনায় আনা-নেওয়া করতে হবে। বিজিএমইএ ও বিকেএমইএকে শিল্প-কারখানা এলাকায় কাছাকাছি সুবিধাজনক স্থানে তাদের শ্রমিকদের জন্য ফিল্ড হাসপাতাল/চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।
৪. সন্ধ্যা ৬টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত অতি জরুরি প্রয়োজন ছাড়া (ঔষধ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়, চিকিৎসা সেবা, মৃতদেহ দাফন/সৎকার ইত্যাদি) কোনোভাবেই বাড়ির বাইরে বের হওয়া যাবে না।
৫. খাবারের দোকান ও হোটেল-রেস্তোরাঁয় কেবল খাদ্য বিক্রয়/সরবরাহ করা যাবে। কোনো অবস্থাতেই হোটেল-রেস্তোরাঁয় বসে খাবার গ্রহণ করা যাবে না।
৬. শপিং মলসহ অন্যান্য সব দোকান বন্ধ থাকবে। তবে দোকানগুলো পাইকারি ও খুচরা পণ্য অনলাইনের মাধ্যমে কেনাবেচা করতে পারবে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই সর্বাবস্থায় কর্মচারীদের মধ্যে আবশ্যিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে এবং কোনো ক্রেতা সশরীরে যেতে পারবে না।
৭. কাঁচাবাজার এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত উন্মুক্ত স্থানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কেনাবেচা করা যাবে। বাজার কর্তৃপক্ষ/স্থানীয় প্রশাসন বিষয়টি নিশ্চিত করবে।
৮. ব্যাংকিং ব্যবস্থা সীমিত পরিসরে চালু রাখার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেবে।
৯. সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ ঢাকায় সুবিধাজনক স্থানে ফিল্ড হাসপাতাল স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।
১০. সারা দেশে জেলা ও মাঠপ্রশাসন এসব নির্দেশনা বাস্তবায়নের কার্যকর পদক্ষেপ নেবে এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নিয়মিত টহল জোরদার

করবে।
১১. এ আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ নির্দেশনার কপি সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিবকে এ নির্দেশনা পাঠিয়ে তা অধীন দপ্তর/সংস্থাগুলোকে বাস্তবায়ন করতে নির্দেশ দিয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
সর্বশেষ রোববার বিকেলের স্বাস্থ্য অধিদফতরের তথ্য অনুযায়ী, দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ২৪ ঘণ্টায় ৫৩ জনের মৃত্যু হয়। এ নিয়ে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াল ৯ হাজার ২৬৬ জনে। এছাড়া করোনা আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন আরও ৭ হাজার ৮৭ জন। এ নিয়ে মোট শনাক্তের সংখ্যা ৬ লাখ ৩৭ হাজার ৩৬৪ জনে দাঁড়াল।
এই পরিস্থিতিতে সংক্রমণ প্রতিরোধে লকডাউন দেওয়া হল।
গত বছরের ২৬ মার্চ থেকে শুরু করে ৬৬ দিনের ‘সাধারণ ছুটি’ ছিল সারা দেশে। এ সময়ে জরুরি ছাড়া সব যানবাহন বন্ধ ছিল। আর ১৮ মার্চ থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। সংক্রমণ কমে গেলে ৩০ মার্চ স্কুল-কলেজ খোলার কথা থাকলেও তা পিছিয়ে ২৩ মে করা হয়। আর পরিস্থিতি অনুকূলে থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খুলবে ২৪ মে।